খাঁচার পাখি

29.1.25

ঈশান কোণে মেঘ জমেছে, সারাদিন খুব গুমোট গেছে। মাঝেমাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় উঠবে, মনে হয় আজ ভালরকম চলবে। প্রীতমা নীচের ড্রইংরুমের জানলার কাঁচের বড় বড় পাল্লাগুলো টেনে টেনে বন্ধ করল। এবার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখল দোতলায় ল্যান্ডিং-এ grandfather clock টায় ঢং ঢং করে রাত এগারটা বাজল; সারা বাড়ীটা নিস্তব্ধ, একবার ছেলে বাবাই-এর ঘরের দরজাটা ফাঁক করে দেখল — নাইটল্যাম্পটা জ্বলছে, ছেলে অঘোরে ঘুমিয়ে।

নিজেদের বেডরুমের দরজাটা খুলে প্রীতমা একটু অবাক হ'ল; ওর স্বামী ডাঃ শাক্যসেন বসুর সব কিছুই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে হয়, এতক্ষণে তো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। আজ ব্যতিক্রম দেখছে। বিছানার পাশে বেড-সাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে একটা মোটা বই পড়ছেন, প্রীতমা জোয়ানমশলার কৌটোটা পাশের টিপয়ের ওপর রাখল। তার থেকে একটা লবঙ্গ তুলে নিয়ে ডাক্তারবাবু ওকে বললেন — "প্রীতমা ঐ চেয়ারটায় বস, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"
পাশেই রকিং চেয়ারটায় বসল প্রীতমা, বুকটা ধড়াস করে উঠল, ওর মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই কি দুলে উঠল!

— দেখ, প্রীতমা, আমি সোজা কথার মানুষ। তুমি জান আমি scene create করা পছন্দ করি না, যা কার

সোজাসুজি বলছি। আমার মনে হয়, its-enough! তোমার আমার এই যৌথজীবন আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। Look! We must break up and enjoy life in our own way.'

প্রতিমা পাথরের মত চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইল; কি বলবে?

ডাক্তারসাহেবও একটু আশ্চর্য্য হলেন, ভেবেছিলেন - প্রতিমা কান্নাকাটি করবে, নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবে। নাঃ, ও কিছু বলল না। ডাক্তারবাবু ভাবলেন - কথায় আছে 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর,' প্রতিমার তাই হয়েছে।

একটু থামা হল, বললেন - দেখ প্রতিমা, আমি irresponsible নই, তোমার জন্য আমি একটা ফ্ল্যাটের বন্দোবস্ত করেছি। ছোট গাড়ীটা, যেটা তুমি ব্যবহার কর, বাবাইকে স্কুলে নিয়ে যাও, ওটা তোমার হেফাজতেই থাকবে। বাবাই বা তোমার যা কিছু খরচ আমি বহন করব। তোমার মার দায়িত্বও আমি অবহেলা করব না। প্রত্যেক মাসে তোমার এ্যাকাউন্টে চেক জমা পড়বে, এছাড়াও যদি কখনও কোন বিপদে পড়, আমায় নিশ্চয় জানাতে পার, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব, শুধু তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

তোমার সাথে থাকতে থাকতে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তোমার জন্য আমি কি করিনি? Bernard Shaw র Pygmalion এর মত আমি ভেবেছিলাম তোমাকে আমার পছন্দমত গড়ে নেব,

যে হবে আমার প্রকৃত সহধর্মিণী, যে আমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবে, আমার পেছনে থাকবে না, থাকবে আমার পাশে। ক্লাবে যাবে, পার্টিতে থাকবে, dancefloor এ নাচবে, আবার আমার সঙ্গে লং ড্রাইভে যাবে, বিদেশের সমুদ্রবেলায় sunbath নেবে, যে দরকার হ'লে টেনিস কোর্টে বা নিদেনপক্ষে badminton কোর্টে আমায় সঙ্গ দেবে, politics নিয়ে ঝগড়া করবে, কলেজের বইয়ের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা করবে— এক কথায় আমার সব সময়ের সঙ্গী হবে। যাকে নিয়ে পাঁচজনের সামনে আমায় অপদস্থ হতে হবে না – মধ্যযুগীয় জড়ভরত — কেবল শয্যাসঙ্গিনী নিয়ে আমি কি করব? তোমার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তোমার সে ক্লাস নেই, তোমার 'manners', 'etiquettes' এসব শেখবার ইচ্ছেও নেই। তোমাকে হাতে ধ'রে table-manners শিখিয়েছি, কাঁটা-চামচ দিয়ে কি করে খেতে হয়, guest এলে dinner-table কি ভাবে সাজাতে হয়, কি ভাবে মুখ বন্ধ করে চিবোতে হয়, কচরমচর করে চিবোতে নেই ---- এই সব। লোকে হাসবে, কিন্তু তুমিই বল - আমি কি তোমার পেছনে এই দশ বছর ধ'রে কম পরিশ্রম করেছি! তোমার ক্লাসের কেউ কখনও ভাবতে পেরেছে বিয়ের পর হনিমুনে 'ইটালী' যাওয়ার কথা, গরমে কদিনের জন্যে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার কথা? ..... তোমাকে হনিমুনে কোথায় যাওয়া যেতে পারে suggestion চাওয়াতে তুমি কি উত্তর দিলে— 'চল, মন্দারমণি, কি তালসারি, কি দীঘা ......' বড় জোর

'ভোগ্য', এই তো তোমার দোষ?

শেষ, আমি আমার উকিলকে divorce paper ready করতে বলে দিয়েছি। divorce হয়ে গেলে তুমি যদি কাউকে পছন্দ করে তোমার জীবনসঙ্গী choose কর, আমার কিছু বলার নেই। পারলে ছেলেটাকে তোমার মত নয় আজকের দুনিয়ায় চলার মত মানুষ কর, — এইটুকু অনুরোধ, আমি হলে হয়তো কোন বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতাম কিন্তু তুমি তো ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।'

হ্যাঁ, একটা কথা — একজন interior designer এর সঙ্গে কথা হয়েছে সাত দিন পর বাড়ীতে কিছু renovation শুরু হবে, মিস্ত্রি লাগবে। তোমার নতুন ফ্ল্যাটের চাবি, চেক বই, পাসবই, গাড়ীর চাবি তোমাকে দিয়ে যাব। সাত দিন সময় আছে, তোমার ইচ্ছেমত shift করতে পার। এখান থেকে কোন জিনিস তোমার যদি পছন্দ হয় বা তোমার কোন স্মৃতি থাকে, তুমি অনায়াসে নিয়ে যেতে পার, আমার কিছু বলার নেই।

বাইরে ঝড়ের ~~তাণ্ডব~~ তাণ্ডবটা কমেছে তবে জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বড় বড় সেগুন কাঁচের শার্সির ওপর পড়ছে; হাওয়ায় সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। এইসময় grand-father clock টায় ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজল।

— "নাঃ! অনেক রাত হল। কাল সারাদিন অনেক কাজ—

— কাল রাতের flight-এই আমি U.S.A. যাচ্ছি একটা seminar ~~[illegible]~~ attend করতে, সাত দিন পর ফিরব, আশা করি এর মধ্যে তুমি shift করে নিতে পারবে। — হ্যাঁ, তোমার কিছু বলার আছে? ডাক্তার বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

প্রতিমার গলার কাছে কি একটা যেন আটকে ছিল — গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মাথাটা দুদিকে নাড়ল। ডাক্তার হাত বাড়িয়ে বেড-সাইড ল্যাম্পটা নেভালেন। আধো অন্ধকারে প্রতিমা একটাই প্রশ্ন করল — মেয়েটি কে? ~~[illegible]~~ অঙ্কিতা?

— হ্যাঁ।

প্রতিমা আজ আর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রাত্তিরের শুতে যাবার আগের প্রসাধন করল না। ডাক্তারের পাশে বিরাট খাটটার একদিকে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে চাদরটা টেনে নিল।

ডাক্তারবাবু পাশ ফিরে শুলেন, ভাবলেন — আজ সারারাত প্রতিমা নিঃশব্দে কাঁদবে। বালিশ ভিজে যাবে তবে মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোবে না।

বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার — তারায় তারায় কালো আকাশটা ভরে গেছে, — রাত কত হ'ল কে জানে! ডাক্তারবাবু ভাবলেন — 'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ — এই বয়সে অনেকেই নতুন জীবন শুরু করে। আমিও কাল নতুন প্রভাতে, নব উদ্যমে নতুন জীবন শুরু

করব — ভুলে যাব পেছনে ফেলে আসা হতাশাময় অতীত।

. . . . .

প্রথম ভোরের আলো মুখে পড়তে প্রতিমার ঘুমটা ভেঙে গেল। কাল সারারাত ঘুম হয়নি, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজ ওকে কেউ ডাকেনি, কাল ঘড়িতে এলার্মও দেয়া হয়নি। ডাক্তার সাহেব উঠে বাথরুমে চলে গেছেন। প্রতিমা উঠে বারান্দায় এল। কাল ঝড়ে বাগানের অনেকগুলো গাছের ডাল পড়ে গেছে, বাগানটা বিশ্রী এলোমেলো, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কেন এখন ও এসব ভাবছে — বাড়ীটা তো এখন আর ওর নয়।

ও মুখ হাত ধুয়ে নীচে এল, প্রতিদিনের মত যন্ত্রচালিতের মত ডাক্তার সান্যালের ডবল ডিমের পোচ বানাল, টোস্টারে পাঁউরুটি সেঁকতে দিল। কফির জল বসাল। অভ্যাসবশত: রোজকার মত খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রাখল। ডাক্তার কাগজ দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে গেলেন। আচ্ছা! সত্যি কি আজ ও এই বাড়ীটা ছেড়ে চিরদিনের মত বেরিয়ে যাবে! সত্যি, বাইরের রুটিনে কোন তফাৎ নেই কিন্তু দুটো মানুষের চিন্তাধারায় আজ কত তফাৎ। ডাক্তার সাহেব ওকে সাত দিন সময় দিয়েছেন কিন্তু যখন যেতেই হবে তখন আজ-ই বা নয় কেন!

বিশাল বড় গাড়ীটা সাদা রাজহাঁসের মত ডাক্তার সান্যালকে নিয়ে ~~৪০০ নং~~ আলিপুর রোডের বাড়ীর গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিজের

অজান্তেই প্রীতমার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। এমন একসময় ছিল যখন প্রীতমার হাজার সংসারের কাজ থাকলেও এই সময় ওকে এসে দাঁড়াতে হ'ত — এটাই নাকি এই বাড়ীর নিয়ম, ডাক্তারবাবুর মা-ও নাকি ওর বাবার অফিস যাওয়ার সময় — এসে 'দুর্গা'-'দুর্গা' ব'লে ওঁর যাত্রাপথকে সঙ্কটমুক্ত করতেন। ... হাসি পায়, আজ আর প্রীতমাকে প্রয়োজন পড়ল না, হঠাৎ সাদা পাথরের নেমপ্লেটটার ওপর নজর পড়তে চমকে উঠল ও — দুটো মালিক ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসে ওরই দিকে যেন চেয়ে আছে — প্রীতমা ভাবল — আমার জীবন তো এক মালিকের দুর্ভাগ্য দিয়েই শুরু আজ হঠাৎ এ পরিবর্তন! যখন ওর শ্বশুরমশাই মারা গেলেন তখন নেমপ্লেট পাল্টানোর সময় ও একবার বলেছিল — 'এখানে নেমপ্লেটে তো সব বাড়ীতেই স্ত্রীদের নাম ওপরে থাকে তার নীচে স্বামীর নাম থাকে, আমার নামটা না হয় তোমার নামের নীচেই জুড়ে দাও না কেন! আমিও তো এই বাড়ীতেই থাকি।'

— শুনে ডাঃ সাক্সেনের কি হাসি! তোমার নাম? এই বাড়ীতে তোমার কি অবদান আছে যে তোমার নাম লিখতে হবে? বাড়ীর বউকে বাড়ীর অন্দরমহলেই বেশী মানায় অন্যান্য আসবাব পত্রের মত, বাড়ীর বাইরের ফলকে নয়, আমি এসব

পছন্দ করি না।' অথচ কাল ডাঃ সাহেবের মুখেই বউ-এর সংজ্ঞাটা কেমন পাল্টে গেল!

শ্রীতমা অন্যমনস্কভাবে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। মাথায় হাজারটা চিন্তা! এমন সময় বেলটা বেজে উঠল, — এ অসময়ে কে এল! শ্রীতমা একটু অবাক হ'ল। দরজাটা চম্পাদি খুলতে গেল; অঙ্কিতা ভেতরে ঢুকল।
— 'দিদি, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। দাঁড়াও, চম্পাদিকে বলি আমাদের জন্য একটু চা দিক আর কিছু snacks. — অঙ্কিতা বলল।
চম্পাদি রান্নাঘর থেকে শুনতে পেয়ে ট্রে-তে করে টি-পটে চা-এর লিকার আর দুটো কাপ-প্লেট, সঙ্গে একটা প্লেটে কিছু french-toast আর বিস্কুট সাজিয়ে দিয়ে গেল। দুধ চিনি খাবার অভ্যেস দুজনেরই নেই। এই বাড়ীতে শুধু কাপে চা দেবার রেওয়াজ নেই, সব কিছু সাজিয়ে দেয়া ডাক্তার সাহেব পছন্দ করেন।
— কি ব্যাপার? শ্রীতমা জিজ্ঞেস করে — যদিও উত্তরটা ওর জানা, তবু অঙ্কিতার মুখ থেকে শুনতে চায়।
চম্পাদিকে ডেকে অঙ্কিতা বলল, — 'একটা লিস্ট দিচ্ছি কিছু সব্জি, ফল, পনীর আনতে হবে। সামনের মার্কেটে না পেলে লেকের বড় মার্কেট থেকে এন; আমি একটা পনীরের preparation বানাব সাক্যর জন্য

সব জিনিস চাই কিন্তু। চৈতালী দুজনের serious আলোচনাটা শুনতে না পেয়ে একটু অখুশী মনেই বাজারের ব্যাগ, টাকা আর লিস্ট নিয়ে একটু জোরেই দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

— 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম', চৈতালী চলে যেতে অঙ্কিত বলে — সাত দিন বাদে এই বাড়ীতে মিস্ত্রি লাগবে, শোবার ঘরের দেওয়ালের রঙ, tapestry, wall-hanging সব change করা হবে। বাড়ীটা এত 'সাদা-সাদা'- সবার একটু রঙের ছোঁয়া লাগবে। অঙ্কিতের গলায় বেশ বাড়ীর কর্ত্রীর মত প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি।

— তা-ই? মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই কথাটা বেরিয়ে এল প্রীতমার।

— হ্যাঁ, কাল আমি আর শাক্য দুজনে মিলেই decision নিয়েছি।

এমন একদিন ছিল, প্রীতমা ভাবল, এই কথাই ও বলেছিল, তখন ও এত বকুনি খেয়েছিল, যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনদিন এ প্রসঙ্গ তুলবে না। হঠাৎ নিজের অজান্তে দু ফোঁটা জল চোখ দিয়ে গড়িয়ে টেবিলে পড়ল। চমকে উঠল অঙ্কিতা, 'আহা রে, প্রীতমার সুন্দর নিষ্পাপ মুখখানা দেখে বড় মায়া হচ্ছে', অঙ্কিতা ভাবছে - 'ও জানেনই না ও আজ কি হারাতে বসেছে',

— দিদি, কিছু বলবে?

— হ্যাঁ, গতকাল কবাই-এর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তারে শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, ভাবছি, কদিন মার কাছ থেকে ঘুরে আসি। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ওর যে কথা হয়েছে সেই বিষয়ে ও অঙ্কিতাকে কিছু বলল না। প্রীতিমা আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না, কত কথা একসঙ্গে ভীড় করে আসছে, অঙ্কিতার সামনে বসে থাকতে পারছে না, চা-টা কোনমতে শেষ করে জিনিসপত্র গোছাতে নিজের ঘরে চলে গেল।

অঙ্কিতা ভাবতে লাগল — সত্যি, এমন মানুষও হয়! এত naive! গল্পে আছে কবি কালিদাস নাকি নিজে যে ডালে বসেছিলেন সেই ডালটিই কাটছিলেন — এ তো তার থেকেও খারাপ। নিজের জর-বেরি সংসার — স্বামী সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, পয়সার মা-বাপ নেই, ভদ্রমহিলা হয়তো ওর থেকে পাঁচ/ছয় বছর বড় তবু আজও কি ফিগার, কি সুন্দর দেখতে, কি গায়ের রঙ, কি সুশ্রী! অঙ্কিতা তো ওর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তবে ঐ নিষ্প্রাণ পাথর প্রতিমায় না আছে প্রাণের পরশ, না আছে কোন উচ্ছ্বাস, না আছে বুদ্ধির দীপ্তি!

সত্যি, কি থেকে কি হয়ে গেল! কিন্তু আজকের এই পরিণতির জন্য পুরোপুরি কি অঙ্কিতা দায়ী? আজ দু বছর ধরে একটু একটু করে প্রীতিমাই কি ওকে ডঃ শাক্যসেনের দিকে এগিয়ে দেয়নি? ও তো এসেছিল

একটা N.G.O. র হ'য়ে প্রীতমার কাছেই কিছু কাজের অভিলাষ ডাঃ সান্যালের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল। হ্যাঁ, সুযোগের সদ্ব্যবহার হয়তো ও করেছে, আর কেই বা করবে না? ও-ই বা কম কিসে? smart, good-looking, intelligent, full of energy; প্রীতমার মত কাঠের পুতুল নয়। আজকের এই পরিবর্তির কথা তো দুবছর আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, প্রথম যেদিন প্রীতমার সঙ্গে ওদের ফার্ম-হাউসে এ রাত কাটিয়েছিল, কি ভালই না লেগেছিল। সেদিন ডাঃ সান্যালের সঙ্গে ওর শুধু আলাপ হ'য়েছিল, ভদ্রলোক ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। দ্বিতীয় দিনের পার্টির কথা তো ও ভুলতে পারবে না। সেদিন ডাক্তার সাহেবের বেশ কিছু বন্ধু, বন্ধুর স্ত্রীরা-ও এসেছিলেন। ভালই পার্টি চলছিল, সত্যি বলতে কি এই ধরনের পার্টিতে পরবার মত ভাল dress অঙ্কিতার কাছে ছিল না, প্রীতমার এক বোন ছিল যে দুবছর আগে car-accident-এ মারা গিয়েছিল তার একটা সাদা-dress প্রীতমা অঙ্কিতাকে পরতে দিয়েছিল। dress টা ডাক্তার সাহেবের পছন্দ করা। এক নিমেষের জন্য ওর চোখ পড়েছিল ডাক্তার সান্যালের দিকে, ওঁর চোখের অপ্রশংসম দৃষ্টিটা অঙ্কিতা ভুল দেখেনি। ডাক্তার সাহেব কিছু মুনি-ঋষি নয় — অঙ্কিতা ভাবল। তারপর খুব মেপে মেপে একটু একটু করে ও এগিয়েছে

কিন্তু অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল প্রতিমার প্রশ্রয়ে। প্রতিমা যদি ব্যাপারটা শক্ত হাতে tackle করত তাহলে কি অমিতাভ এগোতে পারত? সেদিন খবর এল প্রতিমার মার হঠাৎ শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। প্রতিমা চলে গেল। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন পার্টির শেষে অমিতাভকে ওর বাড়ী পৌঁছে দেবেন। প্রতিমাই আপত্তি করেছিল। — আমি তো কাল ভোরেই চলে আসব। তাছাড়া অত রাত্তিরে অমিতাভকে বাড়ী পৌঁছবার কোন দরকার নেই। এত বড় ধর্ম-ষাঁড়কে কাটাতে পারবে এত ভয় আছে, একটা ঘরে ও রাতটুকু কাটাতে পারবে না?

না, — সেই রাত্রে ডাক্তারবাবু একটুও বেসামাল হননি বা অমিতাভর সঙ্গে কোন অসংযত আচরণও করেননি। কিন্তু …. কিন্তু …. পুরুষ মানুষ তো। পরে আর একদিন ঝড়বৃষ্টির রাত্তিরে সব বাঁধ ভেঙে গেল, না, কোন শারীরিক সম্পর্ক হয়নি, উনি নিজের কথাই বলেছেন.. উনি বড় একা। ওঁর স্ত্রী খুবই ভাল কিন্তু ওর কোন আলাদা সত্ত্বা, আলাদা মতামত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সত্যি বলতে কি আলাদা entity-ই নেই। কাজেই কাজ ছাড়া ওঁর জীবনে কোন বৈচিত্র্যই নেই। 'সত্যিই তো' — অমিতাভ ভাবে — 'ডাক্তার সাহেব' - কি ভাবের ছিরি! নিজের বরকে কেউ 'ডাক্তার-সাহেব' বলে? এত ভাল একটা নাম - 'শারদ্য সেন' — আমি তো কদিনেই শারদ বলতে

শুরু করেছি, কই তেমন তো কিছু লাভ করেনি, বরং মনে হয় ভুলই হয়েছে। শাক্যসেন টেকনিক্যালি ঠিকই বলেছেন — এই বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অভিজিৎ যেন দক্ষিণের হাওয়া, স্মৃতির আনন্দ — নাঃ আর কিছু শোনার দরকার নেই।

আর অভিজিৎ আর শাক্যসেনের একে অপরকে কাছে পাবার জন্য নিজেরাই পছন্দমত জায়গা ঠিক করে নিয়েছে, আর প্রতিমার প্রয়োজন পড়েনি। সব বিষয়ে অভিজিতের চোখ-কান খোলা — অভিজিৎ একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে ডাঃ শাক্যসেন কিন্তু একটা ব্যাপারে খুবই বেশী সতর্ক, ওঁর public image যেন নষ্ট না হয়। অভিজিতের সঙ্গে ডাক্তারের এই যে সম্পর্ক যেন বাইরে না আসে। প্রতিমার দিক দিয়ে কোন ভয় নেই, ও তো ডাক্তারকে ভগবানের মত ভক্তি, শ্রদ্ধা করে; ও তো স্বপ্নেও ডাক্তারের কোন ভুল বা দোষ ভাবতেই পারবে না।

ডাক্তার সবকিছু legally করতে চান, প্রতিমার সঙ্গে divorce; হ্যাঁ, ওর এবং ওদের ছেলের সব দায়িত্ব ডাক্তার অস্বীকার করতে চান না, টাকা-পয়সা, গাড়ী, এমন কি ওদের থাকার জন্য একটা ফ্ল্যাটও উনি কিনে দিতে চান। না, এসব ব্যাপারে অভিজিতের কিছু বলার নেই।

অভিজিতের এখন একটা কথাই মনে হয়। সুযোগ ধীরে একটু একটু করে এগিয়ে আসে 'আমি জিতে গেছি', এখন প্রতিমাকে ও সহজেই যেন ক্ষমা করতে পারে। কেউ যদি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে ও কি করতে পারে?

কি যেন বলে গেল? "কদিনের জন্য মার কাছ থেকে ঘুরে আসি" — কে আসতে দিচ্ছে? আমি প্রীতমা নই, আমি আমার অধিকার এক-চুলও ছাড়ব না। একবার এই বাড়ীর চৌকাঠ পেরোলে আর তাকে ঢুকতে দিচ্ছে কে?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা টানা বারান্দাটা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে প্রীতমার যেন সব গুলিয়ে গেল। উঃ, এত আনন্দ এত খুশী ও রাখবে কোথায়! আনন্দে নিজের চারপাশেই একটা চক্কর দিয়ে নিল! উঃ আমার হৃদপিণ্ডটা কি লাফিয়ে বেরিয়ে আসবে? অঙ্কিতার কথা শুনে ইচ্ছে করছিল "গুপী গাইন বাঘা বাইন" এর হাল্লার রাজার মত দু হাত তুলে 'ভুন্ডি, ভুন্ডি' বলে আনন্দে এই সোনার খবরটা বেরিয়ে আসতে। অঙ্কিতার সামনে 'দুঃখী-দুঃখী' মুখটা করে প্রীতমা আর নিজেকে সামলাতে পারছিল না, যে দিনটার জন্য আজ দুবছর ধরে একটু একটু করে সন্তর্পনে এগিয়েছে, — না ডাক্তারসাহেব না অঙ্কিতা একটুও ওকে সন্দেহ করেনি। সামনের বিশাল বড় বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নায় নিজের খুশী-খুশী মুখটা দেখে নিজেই চমকে উঠল।

খাটের ওপর চারিদিকে জামা-কাপড় ছড়ানো, ছোটো স্যুটকেস খোলা, প্রীতমা বসে আছে কোন দিকে কোন হুঁস নেই, দীর্ঘ দশ বছর ও অপেক্ষা করে এসেছে এই দিনটার জন্য। না দশ বছর ভুল হ'ল, বিয়ের পর প্রথম দুবছর বাদ দেয়া যেতে পারে। মনে পড়ছে ডাক্তার শাক্যসেনের সাথে প্রথম আলাপের দিনগুলো।

প্রীতমা তখন সবে আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়েছে। ওর কটা ছবি একটা exhibition এ দেওয়া হয়েছিল। রোজ ও আর ওর বোন প্রীরাধা দেখতে যেত দর্শকদের reaction. ওখানেই প্রথম ডাক্তারের সাথে দেখা। ওর ছবির সামনে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রীরাধা এসে ওকে খবরটা দিল। ও ছুটল, ভাবল, যদি একটা ছবি বিক্রী হয়। কিন্তু ডাক্তারের সামনে এসে ও আরও অবাক! ওর দিক থেকে ভদ্রলোক চোখ ফেরাতেই পারছেন না। ছবি তো কিনলেনই, সাথে সাথে ওদের দুই বোনকে পরের শনিবার Calcutta club এ dinner এ আমন্ত্রণ করলেন। সত্যি বলছি, তখন প্রীতমা যে কোন স্বর্গে বাস করছিল! ভেবেছিল - এ পৃথিবীতে ওর থেকে সুখী বোধহয় আর কেউ হতে পারে না। দেখতে দেখতে ছ'মাস কেটে গেল। ওরা আরও কাছাকাছি এল। প্রীতমার বাবা মারও আপত্তির কিছু ছিল না কারণ ডাক্তার সান্যাল তখন উঠতি জ্যোতিষ্ক! বাবার প্রচুর পয়সা, খানদানী বাড়ী, তার সাথে সবে বিলেতফেরত FRCS ডিগ্রী, খুবই ধুমধামের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। ডাক্তারের মা নেই, বাবা বিরাট businessman. ওর শ্বশুর মশাই - শশাঙ্কশেখর বাবুর ওকে খুবই পছন্দ হল। উনি তো বললেন - বাড়ীটা এতদিন লক্ষ্মীছাড়া ছিল আজ প্রীতমার মধ্যে দিয়ে মা লক্ষ্মীর আবাহন হল। ওর বিয়ের পর উনি মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন। প্রীতমাকে খুব ভালবাসতেন, প্রীতমাও রোজ ওঁর জন্য একটা না একটা পদ রান্না করত, রান্না যেমনই হোক উনি খুব প্রশংসা করতেন। গান - ও এমন কিছু ভাল গায় না তা-ও উনি এমন প্রশংসা করতেন যেন সুচিত্রা মিত্র কি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইছেন।

এরপরই প্রীতিমার জীবনে এল বিপর্যয়, একের পর এক, প্রথম car-accident-এ ওর বাবা আর একমাত্র বোন প্রীতিরীর মৃত্যু, মা বেঁচে গেলেন কিন্তু invalid হ'য়ে গেলেন, তখন ওর শ্বশুরমশাই ওকে খুবই সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সত্যি কথা বলতে কি তখন সাব্যসেনও ওর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তারপর হঠাৎই শশাঙ্কশেখর বাবু severe-cardiac-arrest এ এই সংসারের মায়া কাটালেন, আর তারপরই ডাক্তারবাবু সবাই একটু ক'রে পাল্টে যেতে লাগলেন, সবসময় তাঁর কথাই শেষ কথা, প্রীতিমা কোথাও বেরোতে গেলে কি জামা-কাপড় পরবে, রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে মেনু কি হবে, প্রীতিমা ঠিক কতখানি খাবে যাতে ওর ওজন না বাড়ে, ডাঃ সাব্যসেনের বউ যেন মাড়োয়ারী গিন্নীদের মত মোটা না হ'য়ে যায়, পার্টিতে গেলে ওর কোন drinks নেয়া allowed নয় তাহলে ও tipsy হ'য়ে যদি কোন অশোভন আচরণ করে সেটা সাব্যসেন ডাক্তারের মর্যাদায় লাগবে, প্রত্যেক পার্টির শেষে best-couple prize টা ওদেরই পেতে হবে, এসবই ওকে মেনে নিতে হচ্ছিল; কোন প্রতিবাদ চলবে না, একদিন ও বলেই ফেলেছিল — 'যদি তোমার আমাকে এতই অপছন্দ তো আমাকে divorce দিয়ে তুমি তোমার পছন্দমত কোন মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হ'তে পার।' শুনে তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! — 'কি বললে? লোকে বলবে - ডাক্তার সাব্যসেন বউকে সামলাতে পারল না? মেয়েদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে হয়, বুঝেছ? তোমার কোন অভাব তো আমি রাখিনি তুমি নিশ্চয়ই এত কৃতঘ্ন হবে না

যে আমার কথার প্রতিবাদ করবে!' আর প্রীতিমার খুব হাসি পাচ্ছে গতকাল রাত্তিরে সেই ডাক্তারবাবুই আদর্শ বউ-এর সংজ্ঞা হিসেবে কত-কি-ই না বললেন!

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে প্রীতিমা নিজের মনেই বলেছিল — না কোন অভাব নেই, শুধু স্বাধীনতা ছাড়া। ওর মার অসুস্থ খরচ অবশ্য ডাক্তারবাবুই দিতেন এবং এমনও যা দরকার যে 'লোক রাখা' থেকে ডাক্তার দেখানো regular checkup সব ব্যবস্থাই উনিই করেন - সে বিষয়ে প্রীতিমার কোন অভিযোগ নেই। এইভাবেই দিন চলছিল। এইসময় এল ওদের সন্তান — বাবাই 'আয়ন্তন'। ছেলে হওয়াতে বাবা খুব খুশী, যদিও মেয়ে হ'লে প্রীতিমার দিক থেকে কোন আপত্তি ছিল না। ছেলে বড় হ'তে লাগল, প্রীতিমাও ছেলেকে নিয়ে অনেকসময়ই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু ডাক্তারবাবু সবসময় সেটা পছন্দ করতেন না, উঁর প্রয়োজনের সময় ও ওইটুকু ছেলের সাথেও adjust করতে প্রস্তুত নয়। ছেলে কাঁদলেও প্রীতিমার উপায় ছিল না ওর কাছে থাকার। অনেকদিন বাবাই বায়না করত রাত্তিরে মার কাছে শোওয়ার জন্য কিন্তু ডাক্তার সান্যালের কাছে সেটা অকারণ প্রশ্রয়, উঁর বক্তব্য — 'আমার মা-ও তো আমার কত ছোট বয়সে মারা গেছেন, আমিও তো অনেকসময় একা ঘরে শুয়েছি। বাবার কাজের জন্য অনেকসময় কলকাতার বাইরে বড় কাটাতে হ'য়েছে। আমি কি মানুষ হইনি?' প্রীতিমা, ছেলেকে স্বাবলম্বী হ'তে দাও, আঁচলের

তলায় লুকিয়ে যেয়ে ওকে তোমার মত মেরুদণ্ডহীন হ'তে দিও না।' প্রতিমা বলতে পারত, 'আমিই কি বিয়ের আগে নরকাম হয়েছিলাম! কত স্বপ্ন ছিল - ছবি আঁকব, বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াব, আমার একটা নিজস্ব আঁকার studio হবে, আমার সব স্বপ্ন তো তুমিই শেষ করে দিলে!' নাঃ, ও কিছুই বলতে পারল না।

যত দিন যেতে লাগল ওইটুকু ছেলে বাবাকে ভয় পেতে আরম্ভ করল। বাবার কাছে কিছুতেই যাবে না, মার পেছনে লুকোয়। মাত্র চার বছরের ছেলে তার-র কি-ই বা বুদ্ধি! কিন্তু প্রতিমা একটা বিষয়ে অবাক হ'ত ছেলে নাহয় বাবার কাছে যেতে চায় না ভয়ে; কিন্তু বাবা-ও তো আদর ক'রে কোলে তুলে নিতে পারে তাহ'লে হয়তো ছেলের ভয়টা ভেঙে যেত। ফলে যা হবার তাই হ'ল, দিন দিন বাবার সঙ্গে ছেলের একটা দূরত্ব গড়ে উঠল, সেদিন ব্যাপারটা চরমে উঠল। বাবাই একটা ট্রেন নিয়ে খেলা করছিল আর মুখে একটা rhyme বলছিল —

Puff a train, Puff a train
Noisy little puff a train
If you are going to the sea
Puff a train, Will you please take me?
Chhuk, Chhuk, chhuk......
Chhuk, chhuk, chhuk.....—.

বাড়ীতে আরও তিন চার জন guest ছিল, সবাই হাততালি
দিয়ে ওকে cheer-up করাচ্ছিল। এমন সময় ডাক্তার
শারণ্যসেন ঘরে ঢুকল। বাবাই বাবাকে দেখে সব ভুলে
গেল; ও ছুটে এসে মার পেছনে লুকোল। তারপর সবাই
ওকে আবার rhyme টা বলবার জন্য বড় সাধল, ছেলেও
তো বাপের মতই জেদী; বাবার সামনে কিছুতেই বলবে
না। তারপর অনেক বুঝিয়ে ওকে যখন বলানো হ'ল
ও টুইংকেলস্টার বলতে লাগল যেন ভীষণ ভয় পেয়ে ব-ব-ব
ব'লে stammer ক'রতে লাগল। বাইরের লোকের সামনে
শারণ্যসেনের image, prestige গেল। পরের দিনই শারণ্যসেন
বাবাই-এর স্কুলে গিয়ে Principal এর কাছে complain
করল ওর class-teacher এর নামে incompetent একটা
বাচ্চাকে ঠিকমত tackle ক'রতে পারে না... ইত্যাদি.. ইত্যাদি
আর বাড়ীতে এসে প্রতিমার যা হবার হ'ল সে আর
বলার কথা নয় কারন সেই teacher বললেন — ঐ
rhyme টাই নাকি সায়ন্তন স্কুলের Annual-day তে ব'লে
দর্শকদের কাছ থেকে prize পেয়েছে। কাজেই তিনি
ডা: শারণ্যসেনকে হাসতে হাসতে মুখের উপরেই বলেছেন—
'দেখুন, problem টা আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের
এর মধ্যে স্কুলকে টানছেন কেন?' এত অপমান হজম
করা ডাক্তারসাহেবের পক্ষে অসম্ভব। তারই জের চলল
প্রতিমার উপর। যা কখনও হয়নি, আর তো গেলই

তার আগে ওর খুব পছন্দের একটা আঁকা ছবি যেটা ওর শ্বশুরের ঘরে টাঙানো থাকত, সেটা শাক্যসেন তুলে ভেঙে ফেললেন, সেইদিন,... সেইদিনই প্রতিমা decision নিয়েছিল - 'আমাকে এই সোনার শিকল কেটে বেরোতে হবে। নিজের জন্য না হোক ছেলের জন্য তো বটেই', দুবছর ধরে একটু একটু করে অঙ্কিতাকে এগিয়ে দিয়েছে। নিজের বোনের dress টা পরাতে খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পার্টিতে পরবার মত dress অঙ্কিতার ছিল না। নিজের চোখের জল লুকিয়ে ও বড় মুখ করে অঙ্কিতাকে ওর বোন প্রীতিদির dress টা পরতে দিল।

এক একসময় মনে হয় - আচ্ছা, ও কি কখনই ডঃ শাক্যসেনকে ভালবাসেনি? যদি সত্যি ভালবেসে থাকে তবে আজ তাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে কি করে? এই এত ঐশ্বর্য, এত চাকচিক্য, এত আমোদপ্রমোদ, এত পার্টি, এত social status কিছুই তো থাকবে না, ও পারবে তো বাকী জীবনটা নিজের মত করে বাঁচতে, ছেলে বাবাইকে একটা সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ জীবন দিতে। ডঃ শাক্যসেন কি ওকে ভুলে যেতে পারবে? অঙ্কিতার সঙ্গেও যদি কিছুদিনের মোহ কেটে যাবার পর ওর অবস্থা হয়, অঙ্কিতা তখন কি করবে?

হয়তো এসব কিছুই হবে না। দূর! এসব কি ভাবছে! এখন প্রতিমা মুক্ত বিহঙ্গ; স্বাধীনভাবে বাঁচবে। কত দিনের কত ছবি মনের মধ্যে জমা আছে

পাহারায় রয়েছে — রঙ তুলি দিয়ে তাদের মুক্তি দেবে, ছেলেটাকে নিজের মনের মত করে মানুষ করবে।

আজ ওর খুব হাসি পাচ্ছিল যখন অঙ্কিতার মুখে কথাটা শুনল বাড়ীর পর্দাগুলো পাল্টানো হবে, শোবার ঘরে রঙের ছোঁয়ায় রাঙানো হবে। একদিন ও বলেছিল ডাক্তারবাবুকে — 'আচ্ছা, বাড়ীটা এত বড়, এত সুন্দর, কিন্তু ওর কিরকম সাদা-সাদা। সাদা পাথর, সাদা লেসের পর্দা হয়তো প্রচুর দামী কিন্তু যেন কেমন হাসপাতাল-হাসপাতাল মনে হয়। শুনে সাত্যসেন বলেছিল — 'ও তুমি বুঝবে না এর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে — যাদের সেই ক্লাস নেই তারা বুঝবে না।' আজ সেই ঘরই রঙে রঙে রাঙানো হচ্ছে।

যাক, যে, হয়তো অঙ্কিতা আর সাত্যসেন সুখী হবে, হয়তো হবে না। দুবছর বাদে অঙ্কিতার অবস্থাও হয়তো ওর মত হবে কিংবা হয়তো ডঃ সাত্যসেনই পাল্টে যাবে। সাদা ক্যানভাসে রঙের ছোঁয়া লাগবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাটা মনে পড়ছে —

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে,
একদা কি করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।"

খাঁচার পাখি প্রতিমা ভেবেছে সত্যি এই অলিন্দের রোদের বিকাল বাড়ীটা একটা সোনার খাঁচা বই তো নয়। কি সুন্দর 'খাঁচাটি পরিপাটি' যেমন 'ঢাকা চারিদিক'

বাইরে থেকে বেরোবার উপায় নেই, যদিও রবি ঠাকুরের খাঁচার পাখি খাঁচাতেই 'নিরালা সুখকোণে' অভ্যস্ত ছিল, তার সাহস ও শক্তি ছিল না, ইচ্ছে ছিল না নীল আকাশে 'যেখানে কোথাও বাধা নেই; যেখানে আপনাকে মেলে দিতে' কিন্তু আমাদের প্রীতমা সর্বশক্তি দিয়ে এই সোনার শিকল ভেঙে ওড়বার জন্য নিজেকে বহু কষ্টে, বহু সাহস সঞ্চয় করে প্রস্তুত করেছে, বনের পাখিটিকে বহু যত্নে, বহু প্রচেষ্টায়, বহু ত্যাগ স্বীকার করে, নিজের সুখস্বচ্ছন্দ বুঝতে না দিয়ে সোনার খাঁচার লোভ দেখিয়ে খাঁচায় আবদ্ধ করেছে,

আচ্ছা, একটা কথা ভেবে প্রীতমার খুব আশ্চর্য লাগছে — ডাঃ মারক্যুসেন ভাবছে — প্রীতমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে — এত বড় issue টাকে সে এত tactfully handle করেছে যে প্রীতমা কোন অভিযোগ, অনুযোগ করতে পারল না। অভিজিৎ ভাবছে — ও লুকো সমস্যাটাকে কি সুন্দর handle করল যাতে ডাঃ মারক্যুসেন ওর প্রেমের ফাঁদে ধরা না দিয়ে থাকতে পারল না; কিন্তু কেউ একবারও ভাবছে না এই সবকিছুর পেছনে প্রীতমার participation এর কথাটা। ওরা দুজন ভাবতেই পারছে না ~~ওর~~ প্রীতমার সরল, নিষ্পাপ মুখটা, ওর পারিবারিক বোধ, ওর চালচলন - ~~ওর~~ ওদের মনে একটুও সন্দেহ জাগাতে পারল না, ডাঃ মারক্যুসেন এতটাই egoistic, যদি ঘুনাক্ষরেও

প্রীতমার plan টা বুঝতে পারতেন কখনও প্রীতমাকে এত সহজে মুক্তি দিতেন না।

নাঃ, প্রীতমা আর ভাববে না। ও ওর জীবনটা স্বাধীনভাবে, শুধু ভেবে ঐ দূর আকাশের পাখিগুলোর মত বাঁচবে; আর কোন পিছুটান থাকবে না, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না প্রত্যেকটা পদক্ষেপের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

'আহা! কি আনন্দ আকাশে বাতাসে
শাখে শাখে পাখি ডাকে
কত শোভা চারিপাশে.....

প্রীতমার গলায় গানটা গুনগুনিয়ে উঠল।